সূফী নুর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ কার খলীফা ছিলেন?





নুর মোহাম্মদ নিজামপুরীর মাজার

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

বাংলার তাসাউফ ও তরীকতের ইতিহাসে হযরত সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ এক সুপরিচিত নাম। ইলম, আত্মশুদ্ধি, দাওয়াত ও সংগ্রামের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর জীবন পরবর্তী বহু মাশায়েখ ও সিলসিলার সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি 'গাজীয়ে বালাকোট' নামেও পরিচিত; তাঁর মসজিদ ও মাজার শরীফের প্রবেশপথে উৎকীর্ণ পরিচয়েও এই উপাধি রয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন তোলা হয়েছে: তিনি কার মুরিদ ও খলীফা ছিলেন? সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রায়বেরেলভী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি কেবল জিহাদের বায়আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি তিনি তাঁর কাছে তরীকতের দীক্ষা ও খেলাফতও লাভ করেছিলেন?

মৌলবি আশরাফুজ্জামান তাঁর গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় দাবি করেছেন, সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ সরাসরি শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ ও খলীফা ছিলেন; সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহর মুরিদ কিংবা খলীফা ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সাইয়িদ শহীদের হাতে তিনি কেবল বায়আতে জিহাদ করেছিলেন, বায়আতে তরীকত করেননি। এ দাবির সমর্থনে তিনি রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদীর *নজদী পরিচয়* এবং আব্দুল করীম সিরাজনগরীর বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন।

এটি একটি যাচাইযোগ্য ঐতিহাসিক দাবি। এর নিষ্পত্তি হতে হবে সংশ্লিষ্ট জীবনীগ্রন্থ, ইতিহাস, তরীকতের শাজরা এবং সিলসিলার উত্তরসূরিদের সংরক্ষিত বিবরণের আলোকে। 'গাজীয়ে বালাকোট' উপাধি তাঁর যুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিচয় বহন করে; তরীকতের খেলাফত নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র প্রমাণ। আবার কোনো বুজুর্গের একাধিক শায়খের কাছে শিক্ষা, বায়আত বা ইজাযত গ্রহণের সম্ভাবনাও বিবেচনায় রাখতে হবে। একজন শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক প্রমাণিত হলেই অন্য শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।

এই পুস্তিকায় সেই প্রমাণগুলোই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হবে। গোলাম রাসূল মেহেরের ঐতিহাসিক রচনা, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর বিবরণ, আল্লামা

রুহুল আমীন বশিরহাটির গ্রন্থাবলি, ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর আলোচনা এবং ফুরফুরা ও ছারছীনাসহ সংশ্লিষ্ট সিলসিলার প্রকাশিত শাজরা এখানে বিশেষভাবে আলোচিত হবে। পাশাপাশি *আজিমপুর দায়রা শরীফ* গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী তরীকত-সম্পর্ক এবং সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে খেলাফত লাভের যে বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে, তাও পর্যালোচনা করা হবে।

আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গোলাম রাসূল মেহেরের নামে প্রচারিত বক্তব্য। তাঁর অভিমত হিসেবে যে দাবি উপস্থাপন করা হয়েছে, তা তাঁর নিজের রচনার সঙ্গে কতটুকু সংগতিপূর্ণ—মূল উদ্ধৃতি সামনে রেখেই তা বিচার করা প্রয়োজন। একইভাবে শাজরায় 'মুর্শিদ', জীবনীতে 'খলীফা' এবং বিবরণে 'তাবলীগ ও ইরশাদ'-এর উল্লেখকে কেবল সামরিক সম্পর্ক বলে ব্যাখ্যা করার যথার্থতাও পরীক্ষা করা হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য কোনো বুজুর্গের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা নয়; বরং তাঁদের প্রকৃত পরিচয় ও সংরক্ষিত তরীকত-সম্পর্ক যথাযথভাবে তুলে ধরা। বুজুর্গদের প্রতি ভালোবাসার দাবি হলো তাঁদের ইতিহাস বর্ণনায়ও সত্যনিষ্ঠ থাকা। পাঠকের কাছে আবেদন—ব্যক্তির নাম কিংবা দলীয় পরিচয়ের পরিবর্তে উদ্ধৃতির মূল পাঠ, তার প্রেক্ষাপট ও প্রমাণের শক্তি বিবেচনা করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সত্য গ্রহণের তাওফীক দিন, ভুল সংশোধনের উদারতা দান করুন এবং তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি যথাযথ আদব বজায় রাখার সৌভাগ্য নসিব করুন। আমীন।

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

মৌলবি আশরাফুজ্জামান তার বইর ২৩ পৃষ্ঠায় লেখেন,

"শাহ আল্লামা সুফী নুর মুহাম্মদ নিযামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সরাসরি শাহ আব্দুল আজীজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ও খলীফা। তিনি সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মুরীদও নন, খলীফাও নন। যেহেতু নিযামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেরলভীর হাতে বায়আতে জিহাদ[1] করেছিলেন বায়আতে তরিকত নয়। এ তথ্য আল্লামা[2] রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী 'ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনায় "নজদী পরিচয়" শিরোনামাঙ্কিত পুস্তকে ১০৯, ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সিরাজ নগর দরবার শরীফের পীর সাহেব আল্লামা আব্দুল করীম[3] মাদ্দাজিল্লুহুল আলী এটা ভিডিও আকারে প্রকাশ করার পরেও আপনারা 'সামি'না ওয়া আসাইনা' অর্থাত না-মানার কসম করে বসে আছেন'।

সিরাজ নগরের গালিবাজ মুরব্বী মৌলবি আব্দুল করীম সাহেবের ভিডিও দেখে আমি জবাব দিয়েছি বহু আগে। 'নজদী পরিচয়' বইতে বেরলভী

[1] তাইলে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র জিহাদ আন্দোলনের কথা স্বীকার করলেন!!!

[2] ডাল মে কুচ কালা হ্যায় অথবা কালা মে কুচ ডাল হ্যায়। রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদীকে সিরাজ নগরের গালীবাজ পীর ফুরফুরাবী বলে পরিচয় দিয়েছেন, আবার এখানে মৌলবি আশরাফুজ্জামান উনার নামের শুরুতে আল্লামা ব্যবহার করলেন!! উনি ফুরফুরাবি তাই দলীল বিহীন কথা যদি দলীল হয়ে যায়, খোদ ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে জামানের কথা কেন দলীল হয় না। রিদওয়ানুল হক যে রেজভী বা বেরলভী ঘরানার তা কিন্তু আর অজানা নয়।

[3] সিরাজনগরী সাহেব তো উনার ভিডিওতে শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভীকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলেছেন অথচ মৌলবি আশরাফুজ্জামান শাহ আব্দুল আজীজ র. কে ওহাবী প্রমাণ করেছেন।

লেখক, তাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপদেষ্টা[4] রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী সাহেবের 'নজদী পরিচয়' বইটি আমাদের দেখা আছে। কোন রেফারেন্স ছাড়া মনগড়া কিছু কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন,

'শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী সাহেব, তিনি সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে তরীকতের খেলাফত দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, পরে আবার রহিত করে দেন। কারণ শাহ আব্দুল আজীজের জীবদ্দশায় তরীকতহীন বেরলভী সাহেবই ইসমাইল দেহলভী নামীয় খারিজী আকীদা পন্থীকে মুরিদ করেন। এবং সৈয়দ সাহেব স্বয়ং ইসমাইল দেহলভীর সহায়তায় খোদার হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী[5] রাহিমাহিল্লাহ লক্ষ্য করলেন যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে যদি খলীফা নিযুক্ত করা হয় তবে আহলে সুন্নাতের তরীকত ও খেলাফত খারেজী খেলাফতের শামিল হয়ে যাবে। তখন তিনি বেরলভীর খেলাফতকে কেটে সেই তরীকতের খেলাফতকে দিল্লী হতে বংগ-ভারত মুখী করে দেন। অর্থাৎ সূফী নূর মুহাম্মাদ রহ. কে শাহ আব্দুল আজীজ রহ. এর পীরানে তরীকতের স্থলাভিষিক্ত করেন।

এই অভিমত ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম মেহেরের।[6]

---

[4] দেখুন ইসলামাবাদী সাহেবের লেখা 'ওহাবী' পরিচয় বই'র ১ম পৃষ্ঠা। প্রকাশনায় রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, বাংলা বাজার ঢাকা।

[5] বেরলভীদের বিশ্বাস শাহ আব্দুল আজীজ নিজেই ওহাবী, যা ইতিপূর্বে এই বইতে দেখানো হয়েছে। খোদ আশরাফুজ্জামান তার বইতে প্রমাণ দিয়েছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আব্দুল আজীজ ওয়াহাবী। অবশ্য সুন্নীরা উনাদের উভয়কে এবং সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে সুন্নী হিসাবেই জানে ও মানে।

[6] নজদী পরিচয়, রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, পৃঃ ৯২। প্রকাশনায় রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, বাংলা বাজার ঢাকা। শাখা কার্যালয় শহিদ পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

গোলাম মেহের সম্পর্কে মিথ্যাচার করা হয়েছে। একটু পরই এই বিষয় ক্লিয়ার করা হবে ইনশাআল্লাহ। - আইনুল হুদা।

গোলাম রাসূল মেহের —

১. তাহরীকে সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ ২. জামাআতে মুজাহিদীন

ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম রাসূল মেহের সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং উনার সাথী-খুলাফাদেরকে নিয়ে একাধিক বই রচনা করেছেন।

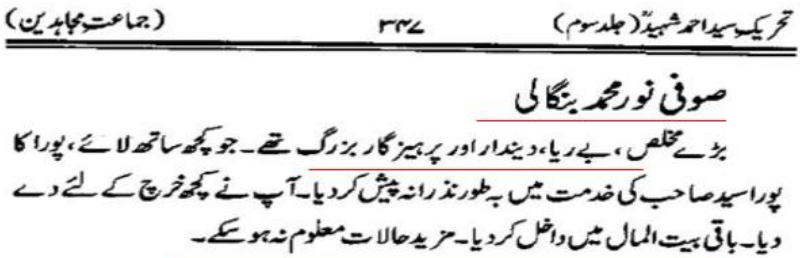
(جماعت مجاہدین) ۳۴۷ تحریک سید احمد شہیدؒ (جلد سوم)

صوفی نور محمد بنگالی

بڑے مخلص، بے ریا، دیندار اور پرہیز گار بزرگ تھے۔ جو کچھ ساتھ لائے، پورا کا پورا سید صاحب کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ نے کچھ خرچ کے لئے دے دیا۔ باقی بیت المال میں داخل کر دیا۔ مزید حالات معلوم نہ ہو سکے۔

তাহরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং জামাআতে মুজাহিদীন বইতে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহকে সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র সাথী ও খলীফা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। স্ক্রিনশট দেখুন।[7]

সাইয়্যিদ আবূল হাসান আলী নদভী
কারোয়ানে ঈমান ও আজীমত

সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহকে সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র খলীফা হিসাবে স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ করেছেন ভারত উপমহাদেশের অন্যতম মুলিম মনীষী, লেখক ও গবেষক, বিশ্বমুসলিমের কাছে একটি অত্যন্ত নন্দিত নাম, সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক কিতাব রচনাকারী সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ।

---

[7] ১. গোলাম রাসূল মেহের, তাহরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪৭

২. গোলাম রাসূল মেহের, জামাআতে মুজাহিদীন, পৃঃ ২৬৮।

সাইয়িদ আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কারওয়ানে ও আজীমত

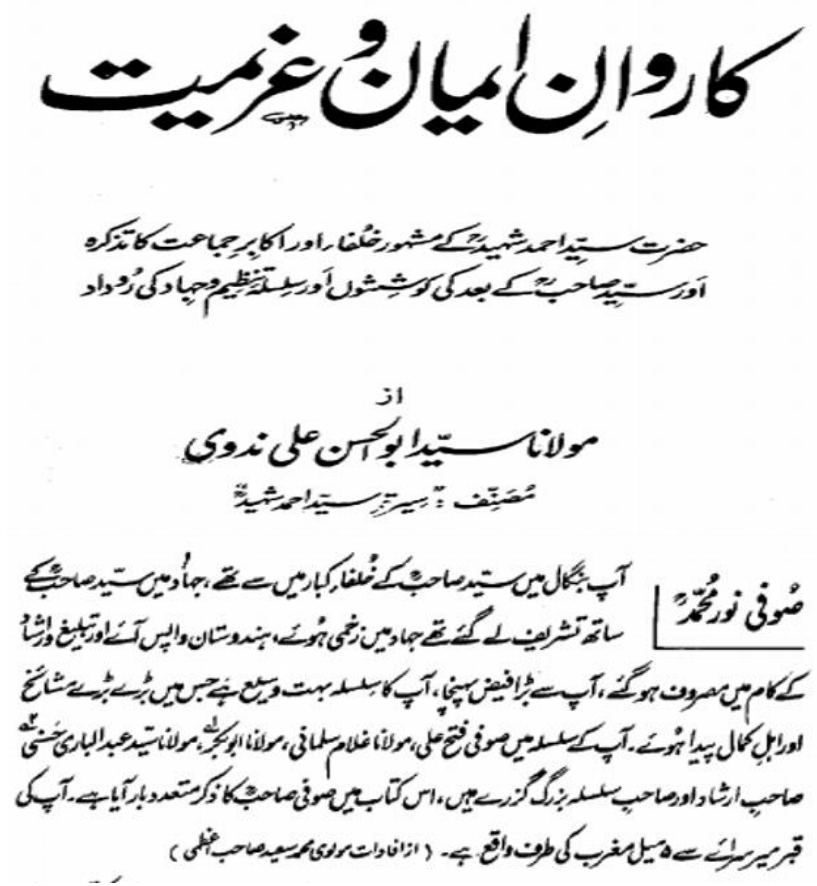
کاروانِ ایمان و عزیمت

حضرت سید احمد شہیدؒ کے مشہور خلفاء اور اکابر جماعت کا تذکرہ
اور سید صاحبؒ کے بعد کی کوششوں اور سلسلۂ تنظیم و جہاد کی روداد

از

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مصنف: سیرت سید احمد شہیدؒ

صوفی نور محمدؒ

آپ بنگال میں سید صاحبؒ کے خلفاء کبار میں سے تھے، جہاد میں سید صاحبؒ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے جہاد میں زخمی ہوئے، ہندوستان واپس آئے اور تبلیغ و ارشاد کے کام میں مصروف ہو گئے، آپ سے بڑا فیض پہنچا، آپ کا سلسلہ بہت وسیع ہے جس میں بڑے بڑے مشائخ اور اہل کمال پیدا ہوئے۔ آپ کے سلسلہ میں صوفی فتح علی، مولانا غلام سلمانی، مولانا ابوبکرؒ، مولانا سید عبدالباری حسنیؒ صاحب ارشاد اور صاحب سلسلہ بزرگ گزرے ہیں، اس کتاب میں صوفی صاحبؒ کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ آپ کی قبر میرسرائے سے ۵ میل مغرب کی طرف واقع ہے۔ (از افادات مولوی محمد سعید صاحب اعظمی)

গ্রন্থে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখেন ‘আপ বাংগাল মে সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহকে খুলাফায়ে কিবার মে ছে থে, জেহাদ মে সাইয়িদ ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ কে ছাথ তাশরীফ লে গায়ে থে, জেহাদ মে জখমী হুয়ে, হিন্দুস্তান ওয়াপস আয়ে আওর তাবলীগ ও ইরশাদ কে কাম মে মছরুফ হো গায়ে, আপ ছে বড়া ফয়েজ পৌচাঁ, আপ কা সিলসিলাহ বহুত ওছী’ হায়, জিছ মে বড়ে বড়ে মাশাইখ আওর আহলে কামাল পয়দা হুয়ে, আপ কে সিলসিলা মে সূফী ফতেহ আলী, মাওলানা গোলাম সালমানী, মাওলানা আবূ বকর, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল বারী হাসানী ছাহেবে ইরশাদ আওর ছাহেবে সিলসিলা বুজুর্গ গুজরে হেঁ, ইছ

কিতাব মে সূফী ছাহেব কা জিকির মুতাআদ্দিদ বার আয়া হায়, আপ কি কবর মীর সরাই ছে পাঁচ মিল মাগরিব কি তারাফ ওয়াক্বে' হায়।'

অর্থাৎ, উনি বাংলায় সাইয়িদ ছাহেব রথিমাহুল্লাহ'র অন্যতম একজন খলীফা ছিলেন, জেহাদে সাইয়িদ ছাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে তশরিফ নিয়েছিলেন, জেহাদের ময়দানে জখমী হয়ে গিয়েছিলেন, হিন্দুস্তান ফিরে আসেন এবং তাবলীগ ও ইরশাদের কাজে মশগুল হয়ে যান। উনার থেকে অনেক ফয়েজ পৌঁছেছে, উনার সিলসিলা অনেক প্রশস্ত, যে সিলসিলায় বড় বড় মাশায়েখ এবং কামিল বুজুর্গ পয়দা হয়েছেন, উনার সিলসিলায় সূফী ফতেহ আলী, মাওলানা গোলাম সালমানী, মাওলানা আবূ বকর, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল বারী হাসানী প্রমুখ ছাহেবে ইরশাদ আওর ছাহেবে সিলসিলা বুজুর্গ গত হয়েছেন। এই কিতাবে বারবার উনার আলোচনা এসেছে। উনার কবর মিরসরাই থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।[৪]

[৪] সাইয়িদ আবূল হাসান আলী নদভী, কারোয়ানে ঈমান ও আজীমত, পৃষ্ঠা ১২৫

BENGAL'S CONTRIBUTION TO ISLAMIC STUDIES DURING THE 18TH CENTURY

One night Prophet Muhammad(peace be upon him) appeared in his dream and instructed him to become murid of Syed Ahmed Barelvi (1786-1831) Next morning he immediately carried out the instruction of the prophet. At that time Barelvi was engaged in a movement to bring back self-confidence and spirit of freedom in the Muslims and Hazrat Nizampuri took active part in this movement and even participated in the battle of Balacot.[9]

১৮শ শতকে ইসলাম শিক্ষায় বাংলার অবদান

এক রাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর(১৭৮৬-১৮৩১) মুরিদ হওয়ার নির্দেশ দেন। পরদিন সকালে তিনি অবিলম্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালন করেন। সেই সময়ে সৈয়দ বেরেলভী মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনতার চেতনা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এক আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত নিজামপুরী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এমনকি বালাকোটের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

(ইসলামিক স্টাডিজে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য শবনম বেগমের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ। তত্ত্বাবধায়ক: প্রফেসর এম সলিম কিদওয়াই, ডিপার্টমেন্ট অব ইসলামিক স্টাডিজ আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ১৯৯৪, পৃ. ৭৫-৭৬)

---

[9] BENGAL'S CONTRIBUTION TO ISLAMIC STUDIES DURING THE 18TH CENTURY
THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF Doctor of Philosophy IN ISLAMIC STUDIES BY SHABNAM BEGUM UNDER THE SUPERVISION OF PROP. M. SALIM KIDWAI DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH (INDIA) 1994. Page 75 – 76.

আবূ জফর ফুরফুরাবী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী ওয়াজাইফে ত্বরীকত

ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামান আল্লামা আবূ বকর সিদ্দীকী রাহিমাহুল্লাহ'র ছাহেবজাদা আবূ জফর সিদ্দীকী তাঁর ওজাইফে তরীকত নামক কিতাবে উনার শাজরাহ উল্লেখ করেছেন। দেখুন স্ক্রীন



شجرہ سلسلہ چشتیہ

حقیر و فقیر محمد ابوظفر غفرلہٗ اجازت بیعت طریقت اپنے
والد ماجد (مجدد الملۃ امام الشریعۃ والطریقۃ، امام الہدیٰ
مولانا الحاج ابو بکر الصدیقی القریشی رحمۃ اللہ علیہ (فرفرہ
شریف پیدائش ۱۲۶۵ ہجری انتقال ۱۳۵۸ ہجری
۲۵ محرم) سے حاصل کئے۔ آپ مرید و خلیفہ تھے جناب
حضرت عارف باللہ عاشق رسول اللہ قطب الارشاد مولانا سید فتح علی صاحب
مرشد آبادی رحمۃ اللہ علیہ (انتقال ۱۳۵۴ ہجری ۸ ربیع الاول)
آپ مرید و خلیفہ (۳) حضرت مولانا شاہ صوفی نور محمد
نظام پوری رحمۃ اللہ علیہ۔
آپ مرید و خلیفہ (۴) حضرت مولانا شاہ سید احمد
بریلوی (انتقال ۱۲۴۶ ہجری ۶ ذی قعدہ) آپ مرید و خلیفہ (۵)
حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (پیدائش
۱۱۵۹ ہجری۔ انتقال ۱۲۳۹ ہجری)
آپ مرید و خلیفہ (۶) حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

শাজরায় দেখা যাচ্ছে

১. উনার শায়খ উনার ওয়ালিদ মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত ত্বরীকত, ইমামুল হুদা, আলহাজ্ব আবূ বকর সিদ্দীকী কুরাইশী, ২. উনার

মুর্শিদ হযরত আরিফ বিল্লাহ, আশিকে রাসূল, কুতবুল ইরশাদ মাওলানা সাইয়িদ ফতেহ আলী ছাহেব মুর্শিদাবাদী,

৩. উনার মুর্শিদ মাওলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপূরী,

৪. উনার মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ সাইয়িদ আহমাদ বেরেলী,

৫. উনার মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ,

৬. উনার মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী।[10]

সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকী ফুরফুরাবী তরীকতে তাসাউফ

ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামানের নাতি মাওলানা সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকীর শাজরায় উল্লেখ করা হয়েছে,

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকী

২. উনার পীর মাওলানা মুহাম্মাদ নাজমুস সাআদাত সিদ্দীকী

৩. উনার পীর মুজাদ্দিদে জামান আলহাজ্ব আবূ বকর সিদ্দীকী কুরাইশী

৪. উনার পীর হযরত মাওলানা সাইয়িদ ফতেহ আলী উওয়াইসী

৫. উনার পীর সূফী গাজী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী

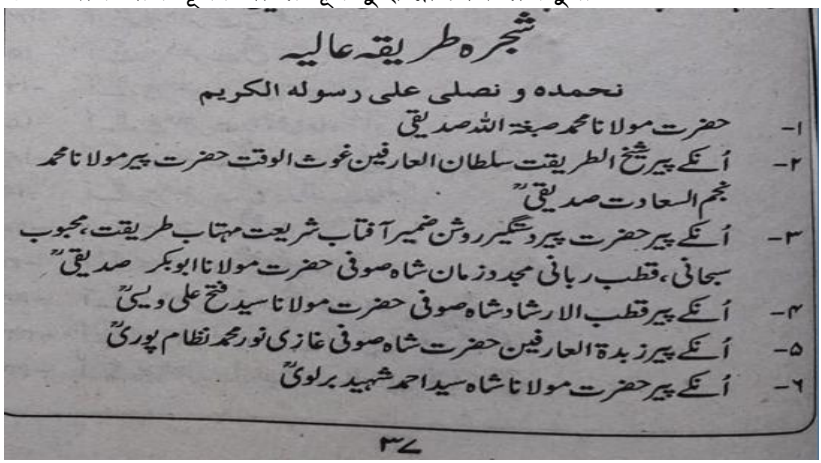

شجرہ طریقہ عالیہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

۱- حضرت مولانا محمد صبغۃ اللہ صدیقی

۲- اُنکے پیر شیخ الطریقت سلطان العارفین غوث الوقت حضرت پیر مولانا محمد نجم السعادت صدیقیؒ

۳- اُنکے پیر حضرت پیر دستگیر روشن ضمیر آفتاب شریعت مہتاب طریقت، محبوب سبحانی، قطب ربانی مجدد زمان شاہ صوفی حضرت مولانا ابوبکر صدیقیؒ

۴- اُنکے پیر قطب الارشاد شاہ صوفی حضرت مولانا سید فتح علی ویسیؒ

۵- اُنکے پیر زبدۃ العارفین حضرت شاہ صوفی غازی نور محمد نظام پوریؒ

۶- اُنکے پیر حضرت مولانا شاہ سید احمد شہید بریلویؒ

۳۷

৬. উনার পীর মাওলানা শাহ সাইয়িদ আহমাদ বেরলভী[11]

[10] আবূ জাফর ফুরফুরাবী, ওয়াজাইফে তরীকত, পৃষ্ঠা ৯।

[11] সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকী, তরীকতে তাসাউফ, পৃষ্ঠা ৩৭।

শাহ সূফী সাইয়্যিদ আহমাদুল্লাহঃ আজিমপুর দায়রা শরীফ

আজিমপুর দায়রা শরীফ নামক বইতে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

‘হযরত নেযামপুরী র. যখন দায়রা শরীফে আসিয়া পৌঁছেন, তৎকালে দায়রা শরীফে গদ্দীনশীন ছিলেন হযরত শাহ সুফী সাইয়িদ দায়েম র. এর কনিষ্ট ছাহেবজাদা হাজীউল হারামাইন হযরত মাওলানা শাহ সূফী সাইয়িদ লাক্বীতুল্লাহ রহ.। হযরত নেযামপুরী রহ. কিছুদিন দায়রা শরীফে অবস্থানের পর গদ্দীনশীন হযরতের খেদমতে বাইয়াত হইয়া তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন।[12]

একই বইতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে,

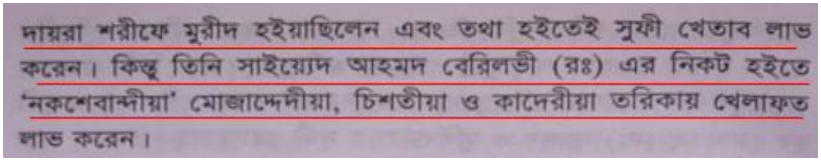
দায়রা শরীফে মুরীদ হইয়াছিলেন এবং তথা হইতেই সূফী খেতাব লাভ করেন। কিন্তু তিনি সাইয়্যেদ আহমদ বেরিলভী (রঃ) এর নিকট হইতে 'নকশেবান্দীয়া' মোজাদ্দেদীয়া, চিশতীয়া ও কাদেরীয়া তরিকায় খেলাফত লাভ করেন।

‘দায়রা শরীফে মুরীদ হইয়াছিলেন এবং তথা হইতেই সূফী খেতাব লাভ করেন। কিন্তু সাইয়িদ আহমদ র. এর নিকট হইতে নকশেবান্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া ও কাদেরীয়া তরিকায় খেলাফত লাভ করেন’।[13]

হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি ও সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী

হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি রাহিমাহুল্লাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ’র খলীফা বলে উল্লেখ করেছেন। রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী সাহেব তার ‘নজদী পরিচয়’ বই‘র ৯৪ পৃষ্ঠায় ‘বঙ্গ-ভারতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রহ’র

[12] শাহ সূফী সাইয়িদ আহমাদুল্লাহঃ আজিমপুর দায়রা শরীফ, পৃঃ ১৪৬।
[13] শাহ সূফী সাইয়িদ আহমাদুল্লাহঃ আজিমপুর দায়রা শরীফ, পৃঃ ১৪৮।

কতিপয় প্রসিদ্ধ মুরীদানের সংক্ষিপ্ত তালিক'' শিরোনামে ১ম নাম লেখেন এই ভাবে,

'১. মাওলানা রুহুল আমিন রহ. ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা, যার ১৮ হাজার হাদীস কন্ঠস্থ ছিল'[14]

ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রহ'র বিস্তারিত জীবনী

মাওলানা রুহুল আমিন রহ'র লেখা একটি বই 'ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রহ'র বিস্তারিত জীবনী'। এই বই'র ২২ পৃষ্ঠায় সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. সম্পর্কে লেখেনঃ

'হযরত কুতবুল আক্তাব সূফী নুর মোহম্মদ ছাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
ইনি চট্রগ্রামের নেজামপুরের মলিইয়াস গ্রামের বাসিন্দা। ইনি ঢাকা দায়রা শরীফের সূফী দায়েম সাহেবের নিকট কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা শিক্ষা সমাপন করতঃ কামেল হইয়াছিলেন। পরপর তিনি তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিতেছেন হে নূর মুহাম্মাদ! আমার পুত্র সৈয়দ আহমদ বেরলভী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার নিকট শিয়া শিক্ষা লাভ কর। ইহাতে তিনি কলিকাতায় উপহিত হহয়া হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমতে থাকিয়া অবশিষ্ট তকরিকাগুলিতে কামেল-মোকান্মেল হইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার সঙ্গে জেহাদে যোগদান করতঃ গাজী হহইয়াছিলেন'।[15]

কারামাতে আহমাদিয়া
হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি

হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি রাহিমাহুল্লাহ'র আরেকটি বই কারামাতে আহমাদিয়া। এই বই'র ২৬ থেকে ২৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সাইয়িদ

[14] 'নজদী পরিচয়', রিদওয়ানুল হক ইস লামাবাদী, পৃঃ ৯৪।
[15] হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি, 'ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রহ'র বিস্তারিত জীবনী'পৃঃ ২২-২৩।

আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র ৮০জন অন্যতম খলীফার নাম উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে ৬১ নাম্বার খলীফার নাম সূফী নূর মুহাম্মাদ সাহেব, নেযামপুর, চট্রগ্রাম।[16]

বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী
হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি

সূফী নূর মুহাম্মাদ চাটগামী সাহেব তথায় কামেল হইয়া যান, যে সময় সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহাবে কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় হজরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর মুহাম্মাদ সাহেবকে স্বপ্ন যোগে বলেন, হে নূর মুহাম্মাদ! আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাহার সহিত সাক্ষাত কর। তিন বার হজরত এহরূপ আদেশ করিলে, ইনি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া খেলাফত লাভ করেন এবং হযরত সৈয়দ সাহেবের শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার খেদমতে থাকেন।[17]

ইসলাম প্রসঙ্গ — ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

বাঙ্গালী ফারসী কবি সূফী ফৎহ্ 'আলী (রঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং গত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যিনি উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ইহ -পরকালের মুক্তির বাণী প্রচার করিয়া ছিলেন , তিনি হইতেছেন হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) । যদি বালাকোটের যুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সৈন্যবাহিনীর নিকট তার মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত না হইত , তবে আমরা একশত বৎসর পূর্বেই পাকিস্তান হাসিল করিতে পারিতাম । কিন্তু শহীদের খুন কখনও বৃথা যায় না । তাহার পরে তাঁর খলীফা মৌলানা কিরামত ' আলী জৌনপুরী , মৌলানা শাহ্ সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী প্রভৃতি বাংলাদেশ ও উত্তর - ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের নেতা পীর বীর শহীদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ইসলামের মৃতসঞ্জীবনী

---

[16]হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি রাহিমাহুল্লাহ, কারামাতে আহমাদিয়া, পৃষ্ঠা ২৬ -২৯।

[17] হাফিজুল হাদীস আলামা রুহুল আমীন বশিরহাটি, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী, পৃষ্ঠা ৯০।

সুধাবাণী প্রচার করেন । মৌলানা সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী সাহেব ১২৬৫ বাংলা সনে এন্তেকাল করেন । তাঁহার অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন হযরত মৌলানা শাহ্ সূফী ফৎহ্ 'আলী সাহেব ।[18]

মীরসরাইয়ের সুফী-সাধক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব — মুহাম্মাদ সাইফুল হক্ব সিরাজী

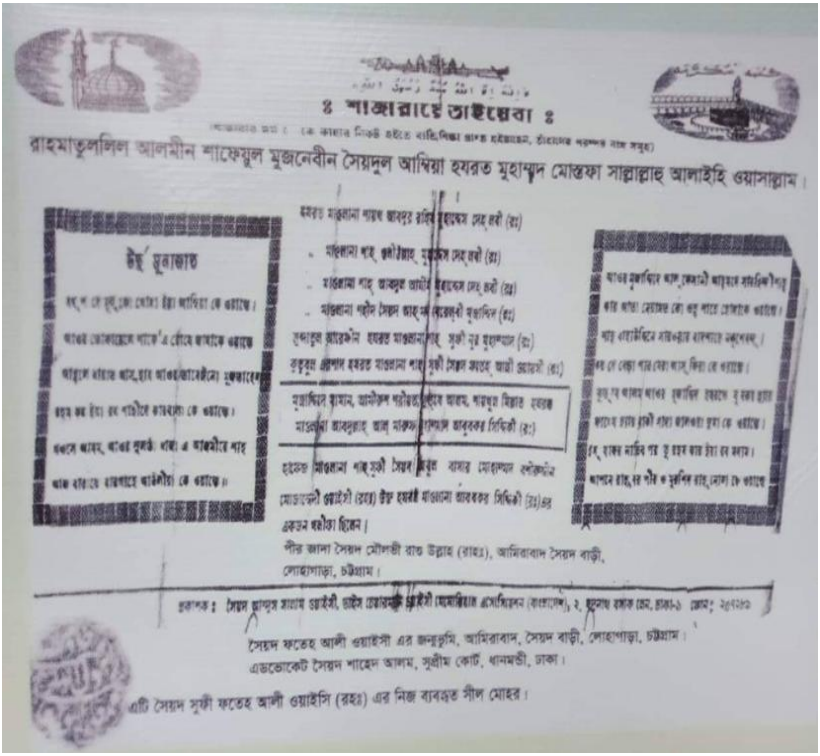

এই শাজরাতেও দেখা যাচ্ছে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ'র মুর্শিদ সাইয়িদ আহমাদ শাহীদ রাহিমাহুল্লাহ।[19]

---

[18] ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, পৃঃ ১০১। মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩।

[19] মীরসরাইয়ের সুফী-সাধক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব – মুহাম্মাদ সাইফুল হক্ব সিরাজী

চারি তরীকার শাজরা, আদাবে মুর্শিদ ও ওজীফা — ছারছীনা

৩৬। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহঃ জন্ম ১১৫৯ হিজরী । তিনিও পিতার নিকট সর্ববিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মুহাদ্দিছ নামে খ্যাত হন । হাদীছ ও তাফসীরের বহু কেতাব প্রণয়ন করেন । ইনতেকাল ১২৩৯ হিজরী , ৭ ই শাওয়াল , মাজার দিল্লী ।

৩৭। হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরলবী (রহঃ) —
পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহ মুসলমান ধর্মে হস্তক্ষেপ করতঃ অত্যাচার করায় ১২৪১ হিজরী ৭ ই জমাদিউচ্ছানি তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন । ১২৪৬ হিজরী ২৪ শে জিলকদ বালাকোট শহরের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন ।

৩৮। হযরত কুতুবুল আকতাব মাওলানা শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহঃ)
- চট্টগ্রামের নিজামপুর নিবাসী । স্বীয় পীর হযরত সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (রহঃ) এর সহিত রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করেন । প্রকাশ থাকে যে , হযরত মাওলানা শাহ কেরামত আলী জৌনপুরী ছাহেব (রহঃ) উক্ত সাইয়েদ ছাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন । তিনি বাংলায় আসিয়া ইসলাম প্রচার করেন। জনাব সূফী ছাহেবের মাজার চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই থানার মলিয়াইস গ্রামে ।[20]

সীরাতে ওয়সী — মুহাম্মাদ মুবারক আলী রাহমানী

‘হযরত সূফী সাহেব জাহেরী তালীম সমাপ্ত করে নকশাবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকায় কামিয়াবী হাসেল করতঃ এশায়াতে এসলামে যখন রত ছিলেন, সে সময় তিনি একদিন স্বপ্নযোগে হযরত রেসালাত মায়াব ছরকারে দো আলম হযরত নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

[20] চারি তরীকার শাজরা, আদাবে মুর্শিদ ও ওজীফা, পৃঃ ৪৮, ছারছীনা।

বাশারাত হয় "আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতা এসেছেন। তুমি যেয়ে তার হাতে বয়ত গ্রহণ কর'। [21]

অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালেক রাহিমাহুল্লাহ'র জীবন চরিত — সিদ্দিক আহমাদ খান

'শাজরা জৌনপুরী শাখা,
হাদীয়ে বাংলা ও আসাম পীরানে পীর হযরত শাহ সূফী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মুজাহিদ-ই-আজম শহীদুল মিল্লাত হযরত শাহ সূফী সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলীফা এবং কুতুবুল আক্তাব হযরত মাওলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহের পীর ভাই'।[22]

কেন এই অপপ্রচার?

এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন সাইফুল্লাহ হানাফী তাঁর মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন বইতে।

'আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের মিথ্যাচার ও বেয়াদবি

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের বক্তব্য ও লেখনী মিথ্যাচার ও বেয়াদবিতে পরিপূর্ণ । এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে তুলে ধরা হলো।

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রে.)-কে নিয়ে অপপ্রচার

রেজাখনীদের অন্যতম জঘন্য অপপ্রচার হচ্ছে গাজীয়ে বালাকোট সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন। তারা তাদের স্বভাবসুলভ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জোরেশারে এ প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের প্রায় সকল সিলসিলা তথা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ সিলসিলা দু'জন মহান ব্যক্তির

[21] মুহাম্মাদ মুবারক আলী রাহমানী, সীরাতে ওয়সী, পৃষ্ঠা ২১-২২।
[22] অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালেক রাহিমাহুল্লাহ'র জীবন চরিত – সিদ্দিক আহমাদ খান, পৃঃ ৩৩১

মাধ্যমে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের একজন হলেন হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) আর অপরজন হলেন গাজীয়ে বালাকোট সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী।

এমতাবস্থায় রেজাখানীরা মহাবিপদে পড়েছে । নিজেদের মনগড়া ফতওয়ার ফলে তারা চলাফেরা ও উঠা-বসায় কারো সাথে যেতে পারছে না। বাংলাদেশে যেখানেই রুটি-রুজির ধান্ধায় তারা বিচরণ করে সেখানেই সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর তরীকার মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ । ফলে নিজেদের রুটি- রুজির ক্ষেত্র প্রশস্থ করতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা বলতে শুরু করল নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ বেরলভী রে.) এর খলীফা নন। এখন আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী কার মুরীদ বা খলীফা ছিলেন?

এ বিষয়ে প্রথম কথা হলো, ফুরফুরা, শর্ষিনা, হালিশহর, সোনাকান্দাসহ বাংলাদেশে বা এ উপমহাদেশে যারা সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর উত্তরসূরী রয়েছেন তাদের সিলসিলার শজরা এর মধ্যে গাজীয়ে বালাকোট নিজামপুরী রে.) এর মুরশিদ হিসেবে তারা কার নাম উল্লেখ করেছেন? এটা সুস্পষ্ট যে, সব সিলসিলার শজরায় প্রত্যেকেই নিজামপুরী (র.) এর মুরশিদ হিসেবে হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর নাম উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য।

প্রশ্ন হলো, যারা তার উত্তরসুরী তারা নিজেদের তরীকা সম্পর্কে বেশি জানেন, না রেজাখানীরা বেশি জানেন? আরবীতে প্রবাদ আছে, صَاحِبُ الْبَيْتِ أدْرٰى بِمَا فِيْه “ঘরের মধ্যে কী আছে গৃহবাসীই বেশি জানেন' । সুতরাং নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর মুরশিদ কে তা তার সিলসিলার অনুসারীগণ থেকে জেনে নিন। পাঠকগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত মশহুর হক দরবারগুলোর সিলসিলা দেখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসের যেখানেই হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর নাম এসেছে সেখানেই তার নামের সাথে “গাজীয়ে বালাকোট”

বাক্যটি যুক্ত রয়েছে। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে রেজাখানীরা কী বলবে? তৃতীয়ত : চট্রগ্রামের সীতাকুণ্ডে হযরত নিজামপুরী (র.) এর মাযারে প্রবেশ পথের গেইটে তার নামের সাথে এখনও লিখা আছে "গাজীয়ে বালাকোট সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)'।

রেজাখানীদের দাবি, হযরত সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন; আজিমপুর দায়রা শরীফের শাহ সুফী সায়্যিদ লাকীতুল্লাহ (র.) এর খলীফা । অথচ আজিমপুর দায়রা শরীফের মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদনশীন শাহ সুফী সায়্যিদ আহমাদুল্লাহ সাহেব এর লেখা দায়রা শরীফের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'আজিমপুর দায়রা শরীফ' এর মধ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সাথে জিহাদ ও তরীকতের দিক থেকে সূফী নুর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর সম্পর্ক ও খেলাফত লাভের বিবরণ রয়েছে। শুধু তাই নয়, ১২৪৬ হিজরী মোতাবিক ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার পায়ে গুলিবিদ্ধ হবার বর্ণনাও এতে রয়েছে। (দেখুন আজিমপুর দায়রা শরীফ, পৃষ্ঠা ১৪৭)

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দিবালোকের মত সুস্পষ্ট বিষয়ে এত জলজ্যান্ত মিথ্যা প্রচারণা চালাতে রেজাখানীরা একটুও দ্বিধাবোধ করল না। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে সত্য গোপন ও মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

মা থেকে মাসীর দরদ বেশী

বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে রেজাখানীরা প্রমাণ করতে চান যে, শর্ষিনা সিলসিলার অনুসারীগণ তরীকতের দিক থেকে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অনুসারী নন, অথচ অতীতে বা বর্তমানে শর্ষিনার পীর ছাহেব (র.) এর অনুসারীগণ এমন কোনো দাবি করেছেন বলে কোনো প্রমান তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি বা পারবেনও না। বরং শর্ষিনা দরবার শরীফ হতে নকশ্বন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকার উর্ধ্বতন বুযুর্গদের মধ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)ও রয়েছেন। দেখুন উইলিয়াম হান্টারের পথ ধরে কিভাবে সিরাজনগরীরা ইতিহাস বিকৃত করে যাচ্ছেন।

হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে চারি তরীকার শজরা কিতাবে লেখা হয়েছে-

"হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)- পাঞ্জাবের রাজা রনজিৎ সিংহ মুসলমান ধর্মে হস্তক্ষেপে করতঃ অত্যাচার করায় ১২৪১ হিজরী ৭ই জমাদিউচ্ছানী তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেন। ১২৪৬ হিজরীর ২৪ শে জিলকদ বালাকোট শহরের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। হজরত কুতবুল আকতাব মাওলানা শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.)- চট্টগ্রামের নিজামপুরবাসী ।

স্বীয় পীর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) এর সহিত রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী ছাহেব (র.) উক্ত সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তিনি বাংলায় আসিয়া ইসলাম প্রচার করেন। (চারি তরীকার শজরা, পৃষ্ঠা: ৪৪, প্রকাশক: শাহ আবু নছর নেছার উদ্দিন আহমদ (হুসাইন), শাহ আবূ বকর মোঃ ছালেহ নেছারুল্লাহ)।

উল্লেখ্য যে, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর ওফাত ১৮৫৮ সনে আর আহমদ রেজাখানের জন্ম ১৮৫৬ সনে । এতে প্রমাণিত হয় আহমদ রেজা খানের জন্মের পূর্ব থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর তরীকতের খিদমত চালু ছিল।[23]

শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র খলীফা হলেও তো ওহাবী!

মৌলবি আশরাফুজ্জামান এবং মৌলবি আব্দুল করীম সিরাজ নগরীরা সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহকে শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ'র খলীফা বানিয়ে মনে করেছিলেন যে, কেল্লা ফতেহ, রুটি রজীর ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু মৌলবি আশরাফুজ্জামান

[23] যরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলতী (র.) সহ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ায়ে কিরামের উপর অপবাদ আরোপকারী **মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন**, সাইফুল্লাহ আল-হানাফী, পৃষ্ঠা ১৮৭ – ১৮৯। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ফাউন্ডেশন।

এতগুলি দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছেন খোদ শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ নিজেও ওহাবী। বেহায়াদের শিক্ষা হবেনা। দেখুন মৌলবি আশরাফুজ্জামানের দলীল ১ ও ৬। তাছাড়া শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহকেও ওহাবী প্রমাণ করেছেন মৌলবি আশরাফুজ্জামান। দেখুন তার দলীল ৩, ৭, ও ৮।

প্রমাণিত হল মৌলবি আহমাদ রেজা খানের অনুসারীরা শুধু গোস্তাখে আউলিয়াও।

দিওয়ানে আজীজ প্রসঙ্গ

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের ২২ নাম্বার দলীল দিওয়ানে আজীজ। তার বয়ান ‘ইমামে আহলে সুন্নাত, গাজীয়ে দ্বীন-মিল্লাত, মুজাহিদে আজম আশেকে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আযীযুল হক শেরে বাংলা আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি’র রচিত ফার্সী কাব্য গ্রন্থ ও মাওলানা মুহাম্মদ
আবদুল মান্নান অনুদিত ‘‘দিওয়ানে আযীয’ শরীফে মহান আল্লাহর হামদ ও রাসূলে কায়েনাত আলাইহি আফজলুচ্ছালাওয়াত ওয়া আতাম্মুত্তাসলিমাত ও বিভিন্ন আহকাম ও মাসায়েল- এর সমাধান সহ প্রায় ২৬২জন আউলিয়ায়ে কেরামের মানকাবাত লিখেছেন। এখানে মুর্শিদের বিবরণ শিরোনামে রয়েছে’ —

علم ظاہر لازمی داں از برائے مرشداں- حافظ قراں فقط مرشد نباشد بیگماں
প্রকাশ্য ইলম মুর্শিদের জন্য অপরিহার্য জানো।
নিঃসন্দেহে নিছক হাফেযে কোরআন মুর্শিদ হতে পারে না।
بیعت علماء بدستش نیست جائز بیگماں + اندراں قول الجمیل آنچناں مرقوم داں
তার হাতে আলেমদের বায়আত গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে না-জায়েয।
'কুওলুল জামীল'-এ এ কথাটা এভাবে বর্ণিত হয়েছে।
آنکہ خود گمراہ چگونہ رہبر دیگر شود + ایں سخن باور کنند آنکس کہ او عاقل بود
যে ব্যক্তি নিজে পথভ্রষ্ট হয় সে কিভাবে অপরের পথ প্রদর্শক হবে?
এ কথা বিশ্বাস করবে ওই ব্যক্তি যার বিবেক আছে।
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گفتہ چناں + تربتش را باغ جنت سازاے رب جہاں
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী এভাবে বলেছেন।
হে রাব্বুল আলামীন! তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করো।
سید احمد بریلوی راکنوں بشنویاں + کرد گستاخی بشان سرور پیغمبراں
এখন সৈয়দ আহমদ বেরলভীর কথা বলছি, শোনো!
লোকটি নবীকুল সরদারের সাথে বে-আদবী করেছে।
در صراط المستقیم ش یک نظر کن ایجواں + در بیان صرف ہمت سوئے شیخ اے نوجواں
তার 'সেরাতে মুস্তাকীম' কিতাবে, হে যুবক একটি বার দেখো!
হে যুবক! শায়খের প্রতি ধ্যান করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে এ বে-আদবী করেছে।
نسبت آں سوئے اسماعیل بوجہ کاتب ست + لیک ملفوظات آں جملہ ز سید احمد ست
ওই কিতাবে ইসমাঈল দেহলভীর নাম (সম্পর্ক) লেখক হিসেবে।
কিন্তু সেটার সম্পূর্ণ বচন সৈয়দ আহমদ বেরলভীরই।
در ذخیرۂ کرامت آں چناں مسطور داں + از برائے طالب حق اینقدر کافی بداں
'যাখীরাহ-এ কারামত' এ এমনি লিপিবদ্ধ রয়েছে।
একজন সত্যানুসন্ধানীর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।
سلسلۂ کہ دراں سید احمد آمدہ + آں بریدہ از فیوضات محمد آمدہ
যে সিলসিলায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী এসেছে,
সেটা হুজুর মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর ফয়য ও বরকত থেকে কর্তিত।

মৌলবি দিওয়ানে আজীজের এই পেইজ দিয়ে লেখেন, 'দেখুন কত স্পষ্টভাবে দলীলসহ বলে দিয়েছেন, যে সিলসিলায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী রয়েছে সেটা রাসূলে পাক ﷺ এর ফয়ূযাত ও বারাকাত থেকে বঞ্চিত ও কর্তিত, কারণ সেতো গোস্তাখে রাসূল ছিল।

এর উপর একজনের আপত্তি হল শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আল্লামা শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মাওলান শাহ্ আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ দু'জনের প্রশংসা করেছেন। অতএব সিলসিলা কর্তিত কিভাবে হল?

এর জবাব হচ্ছে- প্রথমতঃ এ দু'জনের প্রশংসাকে সত্য এবং যথাযথ মানলে বেরলভী সাহেব সম্পর্কে যা বলেছেন তা মেনে নিচ্ছেন না কেন?

দ্বিতীয়ত, শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি ছিলেন ছাহেবে কাশফ ও কারামাত একজন আশেকে রাসূল কামেল অলী। প্রশংসিত দু'জনের সিলসিলার হাক্বিকত সম্পর্কে নিঃসন্দেহে উনি জানতেন। ইসমাঈল দেহলভী ও ''ছিরাতে মুস্তাকীম' এর প্রশংসায় যে ব্যক্তি পঞ্চমুখ কই তার প্রশংসা তো তিনি করেননি । অতএব ''শেরে বাংলা পক্ষপাতিত্ব করেছেন, এ ধরনের অপবাদ উনার বিরুদ্ধে অমূলক-অবাস্তর ও হাস্যকর'।[24]

সূফী নিযামপুরী এবং ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামানের শাজারা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। দুজনের শাজারাতেই সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র নাম আছে। এই দুই বুজুর্গের কথা বলে বেরলভী গোস্তাখে রাসূলদেরকে আর লজ্জা দিতে চাইনা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী যে ওহাবী একথা তো খোদ এই মৌলবি আশরাফুজ্জামান প্রমাণ করলেন। শেরে বাংলা সাহেব যেহেতু শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের ওয়াহাবিয়ত ধরতে পারলেন না, প্রমাণিত গোস্তাখে রাসূল মৌলবি রেযা খানের পক্ষাবলম্বন করার কারণে খোদ শেরে বাংলা সাহেব কি তাইলে রাসূলে পাক ﷺ এর ফয়ূযাত ও বারাকাত থেকে বঞ্চিত ও কর্তিত? কারণ গোস্তাখে রাসূলের দালালী করে তিনিও গোস্তাখে রাসূল হয়ে গিয়েছিলেন। এটা সেই দিওয়ানে আজিজ যেই দিওয়ানে রয়েছে বার্মার সুন্দরী নারীদের দৈহিক সৌন্দর্যের অশ্লীল বর্ণনা। দেখুন

[24] মুখোসের অন্তরালে পৃঃ ২৩।

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৪৪০

رفتہ بودم ملک برما اے اخی | ملک برما نہ مگر ملک پری
রফতাহ্ বূ-দম মুলকে বরমা- অয় অখী- | মুলকে বরমা- নাহ্ মগর মুলকে পরী-

হে ভাই! আমি বার্মা সফরে গিয়েছিলাম।
বার্মা তো নয়, যেন পরীর দেশ।

صد ہزار آید نظر حور و پری | چوں عروس آراستہ دائم بنگری
সদ হাযা-র আ-য়দ নযর হূ-র ও পরী- | হূ: 'আরূ-সে আ-রা-স্তাহ্ দা-ইম বেনগরী-

সেখানে যেন শত-সহস্র হূর-পরী দেখা যায়।
তাদেরকে তুমি দেখবে সবসময় দুলহানের মতো সজ্জিত।

می نمایند جلوہ او شاں آنچناں | مست و شیدا می شوند زاں عاقلاں
মী- নুমা-য়ান্দ জালওয়ায়ে উ- শা: আ:চুনা: | মাস্ত ও শায়দা মী- শাওয়ান্দ যা: 'আ-কেলা:

তারা তাদের চমক এমনভাবে দেখায় যে,
তা দেখে বিবেকবানরা পর্যন্ত বিভোর ও আসক্ত হয়ে পড়ে।

خویشتن را می بیارایند چناں | می فریبند گر چہ باشند عارفاں
খে-শতন রা- মী- ব ইয়া-রা-য়ন্দ চুনা: | মী- ফরী-বন্দ গর চেহ্ বা-শন্দ 'আ-রেফা:

তারা নিজেদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করে যে, তাদেরকে দেখলে
অনেক লোক ধোঁকায় পতিত হয়, যদিও হয় তাঁরা আরিফবান্দা।

می فروشند حسن ہائے خویشتن | جان عاشق می خزند زاں یار من
মী- ফুরূ-শন্দ হুসন হা-য়ে- খে-শতন | জা-নে 'আ-শিক্ব মী- খযন্দ যা: ইয়া-রে মান

তারা নিজেদেরকে সৌন্দর্যকে বিক্রি করে,
যার কারণে প্রেমিকদের অন্তরকে আঁচড় দেয়- ওহে আমার বন্ধু!

چوں کمان حسن شان می افگنند | جان عاشق را شکار شاں کنند
চূ: কামা-নে হুসনে শা: মী- অফগনন্দ | জা-নে 'আ-শিক্ব রা- শিকা-রে শা: কুনন্দ

যখন তাদের পূর্ণ সৌন্দর্যের জাল বিস্তার লাভ করে,
তখন তারা প্রেমিকের অন্তরকে তাদের শিকারে পরিণত করে।

عاشقاں را می کنند بیخانما | زندگی را شاں کنند یکسرفنا
'আ-শিক্বা: রা- মী কুনন্দ বে- খা-নমা- | যিন্দগী- রা- শা: কুনন্দ ইয়াকসার ফানা-

প্রেমিকদেরকে তারা ভবঘুরে করে ছেড়ে দেয়।
তারা তাদের জীবনকে নিঃশেষ করে ছাড়ে।

হে ভাই! আমি বার্মা সফরে গিয়েছিলাম।
বার্মা তো নয়, যেন পরীর দেশ।

সেখানে যেন শত-সহস্র হুর-পরী দেখা যায়।
তাদেরকে তুমি দেখবে সবসময় দুলহানের মতো সজ্জিত।

তারা তাদের চমক এমনভাবে দেখায় যে,
তা দেখে বিবেকবানরা পর্যন্ত বিভোর ও আসক্ত হয়ে পড়ে।

তারা নিজেদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করে যে, তাদেরকে দেখলে
অনেক লোক ধোঁকায় পতিত হয়, যদিও হয় তারা আরিফবান্দা।

তারা নিজেদেরকে সৌন্দর্যকে বিক্রি করে,
যার কারণে প্রেমিকদের অন্তরকে আঁচড় দেয়—ওহে আমার বন্ধু!

যখন তারা তাদের পূর্ণ সৌন্দর্যের জাল বিস্তার লাভ করে,
তখন তারা প্রেমিকের অন্তরকে তাদের শিকারে পরিণত করে।

প্রেমিকদেরকে তারা ভবঘুরে করে ছেড়ে দেয়।
তারা তাদের জীবনকে নিঃশেষ করে ছাড়ে।

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৪৪১

می ربا نید از قلوب عاشقاں	حبّ فرزند و زن شاں بیکساں
মী- রুবা- নে-দ্ আয্ কুলূ-বে 'আ-শিক্বা:ঁ	হুব্বে ফর্‌যন্দ ও যনে শা:ঁ বে-কসা:ঁ

তাদের প্রেমিকদের অন্তর থেকে হরণ করে নেয়
তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর ভালবাসাকেও।

آں چہ آید در نظراز حسن شاں	نیست ذاتی عارضی محض داں
আ:ঁ চেহ্ আ-য়দ দর নযর আয্ হুসন্ শা:ঁ	নী-স্ত যা-তী- 'আ-রেযীয়ে মহ্‌ব দা:ঁ

তাদের যেই সৌন্দর্য নযরে আসে,
জেনে রেখো! ওটা কোন স্থায়ী কিছু নয়, বরং সাময়িক।

پوست ابیض بینی شاں را اے جواں	نہ ملیحند نہ شکیلند بیگماں
পূ-স্ত আবয়াদ্ব বী-নী- শা:ঁ রা- আয়্ জাওয়া:ঁ	নাহ্ মালী-হান্দ নাহ্ শাকী-লান্দ বে-গুমা:ঁ

ওহে যুবক! তাদের সাদা চামড়াটুকুই দেখতে পাবে।
কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের না আছে কোন লাবণ্য, না তারা সুশ্রী।

غازہ مالند دائما بر روئے شاں	بر ضفیرۃ گل ببندند دلستاں
গা-যাহ্ মা-লান্দ দা-ইমান বর রূ-য়ে- শা:ঁ	বর যফী-রাহ্ গুল্ ব বন্দন্দ দিলসিতা:ঁ

তারা তাদের চেহারার উপর সবসময় প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকে।
বিনির উপরও রমণীরা চিত্তাকর্ষক ফুল গেঁথে দেয়।

پس مشو غرّہ بریں حسن دروغ	دین و ایمان را مکن زاں بیفروغ
পস্ মাশ্- গোর্‌রাহ্ বরী:ঁ হুসনে দুরূ-গ্	দী-ন্ ও ঈ-মা-ন্ রা- মকুন্ যা:ঁ বে-ফুরূ-গ্

সুতরাং এসব মিথ্যা সৌন্দর্যের পেছনে পড়ে ধোঁকা খেয়ো না।
দ্বীন ও ঈমানকে এর মাধ্যমে বরবাদ করে দিওনা।

در ضفیر ہم نہند شانہ سفید	ہوش عقلا زاں ہمیں گردد فقید
দর যফী-র্ হাম্ নিহান্দ শা-নাহ্ সুফায়দ	হো-শে 'ওক্বালা- যা:ঁ হামী:ঁ গরদদ ফাক্বী-দ্

চুলের বিনীর নিম্নভাগে সাদা সাদা স্কন্ধগুলো রাখে (শোভা পায়)।
এটা দেখে বহু বিবেকবান মানুষকেও হুঁশহারা করে ছাড়ে।

کرتہ باریک و ابیض بر صدر	بانگار و نقش پوشند خوب تر
কোর্তায়ে বা-রী-ক্ ও আবয়াদ্ব বর সদর	বা-নেগা-র্ ও নক্ব্‌শ্ পূ-শন্দ খো-র্‌তর

তারা বুকের উপর ফুলের কাজ ও নক্বশাখচিত পাতলা ও
সাদা রঙের সুন্দর সুন্দর জামা-পোশাক পরিধান করে।

তাদের প্রেমিকদের অন্তর থেকে হরণ করে নেয়
তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর ভালোবাসাকেও।

তাদের যেই সৌন্দর্য নজরে আসে,
জেনে রেখো! ওটা কোন স্থায়ী কিছু নয়, বরং সাময়িক।

ওহে যুবক! তাদের সাদা চামড়াটুকুই দেখতে পাবে।
কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের না আছে কোন লাবণ্য, না তারা সুশ্রী।

তারা তাদের চেহারার উপর সবসময় প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকে।
বিনির উপরও রমণীরা চিত্তাকর্ষক ফুল গেঁথে দেয়।

সুতরাং এসব মিথ্যা সৌন্দর্যের পেছনে পড়ে ধোঁকা খেয়ো না।
দীন ও ঈমানকে এর মাধ্যমে বরবাদ করে দিওনা।

চুলের বিনীর নিম্নভাগে সাদা সাদা স্কন্ধগুলো রাখে (শোভা পায়)।
এটা দেখে বহু বিবেকবান মানুষকেও হুশহারা করে ছাড়ে।

তারা বুকের উপর ফুলের কাজ ও নকশাখচিত পাতলা ও
সাদা রঙের সুন্দর সুন্দর জামা-পোশাক পরিধান করে।

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৪৪২

ہر یک از بہر شکار عاقلاں	بس کمند محکم آمد بیگماں
হার এক আয বাহরে শিকা-রে 'আ-ক্বেলা:	বস কমন্দে মুহকাম আ-মদ বে-শুমা:

প্রত্যেকেই বিবেকবানদের শিকার করার জন্য-

ব্যাস। মজবুত ফাঁদ হিসেবে (সামনে) আসে; তাতে সন্দেহ নেই।

حسن او شاں محض برآرایش ست	ایں سخن مرد زکی را باورست
হুসন উ-শা: মহয বর আ-রা-ইশাস্ত	ঈ: সুখন মর্দে যকী- রা- বা-ওয়ারাস্ত

তাদের সৌন্দর্য হচ্ছে নিছক সাজসজ্জার উপর।

এ কথা মেধাসম্পন্ন পুরুষই বিশ্বাস করে।

فی الحقیقت قحبۂ بے غیرت اند	روز ہر ایک شوہر شاں دیگر اند
ফিল হাক্বী-ক্বত ক্বাহ্বায়ে বে- গায়রত আন্দ	রো-য হার এ-ক শওহারে শা: দী-গর আন্দ

বাস্তবিকপক্ষে তারা হচ্ছে নিছক লজ্জাহীনা নারী।

তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন স্বামী থাকে।

نزد شاں ہر قوم یکساں آمدند	طالبان خرم وآسائش اند
নযদে শা: হার ক্বওমে ইয়েকসা: আ-মদন্দ	ত্বা-লেবা-নে খোররম ও আ-সা-ইশ আন্দ

তাদের নিকট প্রত্যেক জাতিই এক সমান।

তারা শুধু আরাম-আয়েশই খুঁজে বেড়ায়।

واقعہ ایں چنیں از چشم دید	شیر بنگالہ ازاں دادہ نوید
ওয়া-ক্বি'আহ্ ঈ: চুনী: আয চশ্‌মে দী-দ	শে-রে বাঙ্গা-লাহ্ আযা: দা-দাহ্ নাভী-দ

এ ধরনের ঘটনা হচ্ছে চোখদেখা।

শেরে বাংলা তা থেকেই খবর দিচ্ছে।

در صفت شہر سبز ملقب باسلام آباد معروف بہ چاٹگام مقام دوازدہ اولیائے کرام وفاضلان ذی احتشام ومشائخ عظام عمر ہا اللہ تعالی الی یوم القیام آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین

প্রত্যেকেই বিবেকবানদের শিকার করার জন্য—
ব্যাস! মজবুত ফাঁদ হিসেবে (সামনে) আসে; তাতে সন্দেহ নেই।

তাদের সৌন্দর্য হচ্ছে নিছক সাজসজ্জার উপর।
এ কথা মেধাসম্পন্ন পুরুষই বিশ্বাস করে।

বাস্তবিকপক্ষে তারা হচ্ছে নিছক লজ্জাহীনা নারী।
তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন স্বামী থাকে।

তাদের নিকট প্রত্যেক জাতিই এক সমান।
তারা শুধু আরাম-আয়েশই খুঁজে বেড়ায়।

এ ধরনের ঘটনা হচ্ছে চোখদেখা।
শেখ বাঙ্গাল তা থেকেই খবর দিচ্ছে।